দুই নারী শিক্ষা ক্যাডারের দ্বন্দ্বে অস্থির টিটিসি, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষাদান

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

প্রকাশিত: ১৮:৫৮, ১০ আগস্ট ২০২৫; আপডেট: ১৯:২১, ১০ আগস্ট ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (টিটিসি) অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে উঠেছে। কলেজটিতে কোন পদ না থাকলেও অন্তত ৮ জন প্রফেসরকে নিয়োগ দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকায় থাকতেই বসে বসে বেতন তুলছেন এসব শিক্ষক। তবে এই কলেজটিতে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ দুই নারী শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানটিতে তলানিতে ফেলছে। যে কারণে কলেজের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ও পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি পাল্টাপাল্টি অভিযোগের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। তবে তারা অভিযোগের সত্যতা সেভাবে খুঁজে পায়নি।

কিন্তু এরপরই গত ৭ আগস্ট টিটিসি কলেজের অধ্যক্ষ ড. রিজিয়া সুলতানাকে ওএসডি (বিশেষ দায়িত্বে সংযুক্ত) করা

হয়েছে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে মাউশিতে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলছেন সদ্য ওএসডি হওয়া অধ্যক্ষ ড. রিজিয়া সুলতানা। তিনি জনকণ্ঠকে জানান, এই পদ থেকে সরিয়েছেন বর্তমান উপাধ্যক্ষ হাসনাৎ জাহান। এখন তিনি এই কলেজটির অধ্যক্ষ পদে বসতে শিক্ষার দপ্তরগুলোতে তদবির করছেন। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তিন বছর পর বদলির বিধান থাকা সত্ত্বেও হাসনাৎ জাহান এই কলেজটিতে প্রায় ১৮-১৯ বছর চাকরি করছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হলেন শামসুর নাহার চাঁপার প্রভাব খাটিয়ে পদোন্নতি পেয়ে খুলনা বদলি করা হলেও তিনি আবারও উপাধ্যক্ষ পদে ফিরে আসেন।

১৪ ব্যাচের শিক্ষা কর্মকর্তা ড. রিজিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো- দুই শিক্ষককে বদলি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থ তছরুপ। যা কোনভাবেই স্বীকার করেননি ড. রিজিয়া। অন্যদিকে অধ্যক্ষের দেওয়া উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করেন উপাধ্যক্ষ হাসনাৎ জাহান। তিনি বলেন, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। এগুলো উনি মিথ্যা বানিয়ে বলছেন। তিনি অভিযোগ করেন, আমি দীর্ঘ দিন এই কলেজে থাকলেও কোন ধরনের অনিয়ম করিনি। এমনকী এই অধ্যক্ষ কোন কাজ করলেও আমার মতামত নেননি। বরং তার বিরুদ্ধে টিটিসির বাস ভবন ইচ্ছামত ব্যবহারসহ নানা অভিযোগ ছিল। সম্প্রতি দুই শিক্ষককে বদলি করা নিয়ে ঘটনার জেরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে খবর প্রকাশের পর তিনি আমাকে শত্রু মনে করছেন। তিনি বলেন, অধ্যক্ষ ড. রিজিয়া সুলতানা সব ধরনের পদোন্নতি এই কলেজ থেকেই নিয়েছেন।

সম্প্রতি দুই নারী কর্মকর্তার ঠেলাঠেলিতে এই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তদন্তের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা জনকণ্ঠকে জানান, দুই নারীর রেষারেষির কারণেই

আমরা ওখানে অভিযান চালিয়েছি। দুজনের সঙ্গেই কথা বলেছি। বিভিন্ন অভিযোগ ছিল, সেসব কাগজ দেখেছি। কিন্তু যেমন অভিযোগ দেওয়া হয়েছে সেভাবে পাওয়া যায়নি। সূত্র জানায়, তদন্ত প্রতিবেদন দুদকে জমা দেওয়া হয়েছে। বাকিটা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ব্যবস্থা নেবে।

শিহাব